Association for Protection of Democratic Rights
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি
Eternal Vigilance is the Price of Liberty

18 MadanBaralLane , Kolkata- 700 012
Website: www.apdrwb.in Email: apdr.wb@gmail.co
Contact: 9432276415/ 8981416511

মাননীয় কলকাতাঃ ৯ই আগষ্ট, ২০১৮
মির্জা হাসান ও মোশারেফ হোসেন
যুগ্ম সম্পাদক
জমি জীবিকা বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশ রক্ষা কমিটি
পোলেরহাট ২, কাশীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সরকারের সঙ্গে আলোচনার বর্তমান স্তরে ভাঙড় আন্দোলন আরেক দফা সরকারী চাপ ও সন্ত্রাসী অভিসন্ধির মধ্যে রয়েছে। এই পরিস্থিতির সার্বিক পর্যালোচনা করে এপিডিআর এই উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছে যে এই স্তরে নেতৃত্বের আচরণ ও অবস্থান নিয়েও ভাঙড়ের ব্যাপক মানুষ ক্ষুব্ধ।

এপিডিআর মনে করছে ভাঙড়ে পাওয়ার গ্রিড প্রকল্প স্থাপনের সরকারী কর্মসূচী বাতিল করার পরিবর্তে সরকার ঐ প্রকল্পের সাথে একটি সাব—স্টেশন জুড়ে দিয়ে আন্দোলনের দৃষ্টি গ্রিড থেকে ঘোরাতে চাইছে! ভাঙড় আন্দোলনের আলোচনাকারী নেতৃবৃন্দ এই মিথ্যাচারে সামিল হয়েছে বলে গ্রামবাসীদের অনেকেই সন্দিহান| তারা আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন যা অত্যন্ত অনভিপ্রেত|ভাঙড় আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল অংশের মানুষজনের কাছেও যা এক বেদনাদায়ক পরিস্থিতি| আরো যা সকলের কাছে উদ্বেগের বিষয় তা হল পরিবেশ ও ঘন বসতিপূর্ণ এলাকার জনজীবনের উপর তড়িৎ—চুম্বকীয় বিকিরণের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই না করে বিষয়টিকে উপেক্ষা করার জন্য প্রচারে নেমেছেন। অন্যদিকে, গ্রিড হচ্ছেনা বলে এই উপেক্ষাকে যুক্তিসিদ্ধ করার চেষ্টাও চলমান।

রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের যে হিংস্র আচরণ ও দুই যুবকের খুনের ঘটনার দায় উপেক্ষার মতো ঘটনাবলী নিয়ে সরকারের কোন তাপ—উত্তাপ এখনো কিছু দেখা যাচ্ছে না। ভাঙড় আন্দোলনের কর্মী ও নেতৃবৃন্দের উপরে অন্যায়ভাবে চাপান ইউএপিএ মামলার খাড়া ঝুলে রয়েছে

যা তুলতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি দরকার। গ্রিডও কেন্দ্রীয় প্রকল্প যার বাধ্যবাধকতা বর্তমান রাজ্য সরকার বিরোধিতা করার বদলে তা মেনে ভাঙড় আন্দোলন দমনে নেমেছে। এ জন্য ১৮৯৪ সালের ধিকৃত জমি অধিগ্রহণ আইনকে ব্যবহার করতেও পিছপা হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার অতি সম্প্রতি ভাঙড়ে গিডের কাজ দ্রুত শেষ করতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে। সে কারণে গ্রিড সংক্রান্ত সরকারের 'নতুন'(!) প্রস্তাব মেনে নিতে তরিঘরি ও চাপ সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করার সাহস দেখাচ্ছেন। তাদের স্তব্ধ ও জব্দ করতে পুলিশী হয়রানি শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রেও আলোচনাকারী নেতৃত্ব কার্যত: চুপ থাকছেন। এটা বিস্ময়কর!

সরকার পক্ষের আলোচনাকারীরা নিধিরাম সর্দার; কোন বিষয়েই তাদের কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বা এক্তিয়ার দেওয়া হয়নি। ভয় দেখিয়ে সমর্থন আদায়ের দায়িত্বটুকু পালন করা তাদের কাজ; তারা কাজটা বেশ গম্ভীরভাবেই করে দেখাচ্ছেন! মুখ্যমন্ত্রী সামনে আসছেন না!!

বর্তমান আলোচনায় গ্রামবাসীদের অধিকাংশের প্রত্যক্ষ সমর্থন এখনো প্রমাণিত নয়; ২৫ হাজার স্বাক্ষর যে দাবিতে রয়েছে তার মীমাংসাপত্রে সেই ব্যাপক সমর্থন প্রতিফলিত হওয়াটাও জরুরী বলে মনে করে এপিডিআর। কী রয়েছে মীমাংসাপত্রে তার থেকেও বেশি গুরত্বপূর্ণ হল গ্রামবাসীদের সমর্থন তাতে আছে কিনা। কোনো প্রকল্প /কোনো বোঝাপড়ায় 'না' বা 'হ্যাঁ' বলার ১০০ শতাংশ অধিকার আছে গ্রামবাসীদের; এটাই এপিডিআর মত। মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের এই নীতি ভাঙড় আন্দোলনের প্রতিনিধিরা কোন অবস্থায় বা অজুহাতে পরিত্যাগ করবেন না সেই আশা রেখেই এই চিঠি।

ধন্যবাদসহ-

(ধীরাজ সেনগুপ্ত)

General Secretary
Association For Protection
Of Democratic Rights